তোমার পাঠ্যাংশে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র যে রূপে প্রকাশিত সেই বিষয়ে তোমার ধারণা লিপিবদ্ধ করো। ⑥

ঋগ্বেদের দেবতামণ্ডলের মধ্যে ইন্দ্র অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। গুরুত্বে, মহিমায়, শৌর্যে, বীর্যে এবং সূক্ত সংখ্যায় ইন্দ্র অদ্বিতীয়। ঋগ্বেদে প্রায় ২৫০ টি সূক্তে ইন্দ্র স্তুত হয়েছেন। তিনি দেবতাদের মধ্যে বলশালী, বৃত্রবধ তাঁর প্রধান কাজ। তিনি পরাক্রমে সকল কাজ সম্পাদন করেন। তাই নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন - "যা চ কা চ বল-কৃতি: ইন্দ্র কর্মৈব তৎ"। যাস্ক দেবতাদের স্থানভেদে তিনভাগে ভাগ করেছেন- 'তিস্র এব দেবতাঃ'। তাঁর মতে অন্তরীক্ষ স্থানের দেবতা হলেন ইন্দ্র - 'বায়ুর্বা ইন্দ্রো ~~বা অন্তঃরীক্ষ~~ ~~বাঅন্তরীক্ষস্থান~~ বাঽন্তরীক্ষস্থানঃ'।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তটি 'সজনীয় সূক্ত' নামে পরিচিত। এই সূক্তের ঋষি গৃৎসমদ ইন্দ্রের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন -

"যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্
দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ।" (১)

অর্থাৎ জন্ম মাত্রেই যিনি অগ্রগণ্য মনস্বী, কর্মের দ্বারা যিনি সকলে দেবতাগণকে অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তিনি ইন্দ্র। বিস্তৃত পৃথিবী, সীমাহীন অন্তরীক্ষ প্রদেশ, সুদূর দ্যুলোক, সমুন্নত পর্বতরাজি - এই সমস্তই তাঁর অনন্ত মহিমাকে জ্ঞাপিত করে। ইন্দ্র এই সকলকে নিজ নিজ স্থানে স্থিরীকৃত করেছেন -

"যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহদ্
যঃ পর্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্ণাৎ।
যো অন্তরীক্ষং বিমমে বরীয়ো
যো দ্যামস্তভ্নাৎ স জনাস ইন্দ্রঃ ॥" (২)

তাঁর মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়ে দ্যুলোক ভূলোক তাঁর সামনে অবনত হয়; অনড়, অটল, ভূধর সমূহ ভয়ে কম্পমান হয় -

"দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে
শুষ্মাচ্চিদস্য পর্বতা ভয়ন্তে।" (১৩)

তিনি বলের দ্বারা অবরুদ্ধ গোধনকে উদ্ধার করেছেন। তিনি মেঘদ্বয়ের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুগণকে বিনাশ করেন। তিনি নশ্বর বিশ্বের নির্মাতা, তিনি দাস বর্ণকে গূঢ় স্থানে স্থাপন করেছেন এবং লক্ষ্য জয় করে ব্যাধের মতো শত্রুর সমস্ত ধনসম্পদ তিনি ~~অর্জন~~ গ্রহণ করেছেন। আবার ধনসম্পত্তি প্রার্থনাকারী যজমানকে তিনি ধনসম্পত্তি দান করেন। তিনি শোভন হনুবিশিষ্ট হয়ে সোমাভিষবকারী হস্তে প্রস্তর বিশিষ্ট যজমানের রক্ষক। অশ্ব, গাভী ও গো সমূহ তাঁর আজ্ঞাধীন। তিনি জলরাশির প্রেরক। তিনি বর্ষনকারী- যুদ্ধে সমাবেত উভয় পক্ষের সেনারাই তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে। কারন তাঁর সাহায্য ছাড়া কেউ জয়লাভ করতে পারে না। যোদ্ধারা তাকে রক্ষার জন্য আহ্বান করেন। তিনি বিশ্বের প্রতিনিধি স্বরূপ, তিনি তার অমুর্ত বজ্র দিয়ে অবমাননাকারী শত্রুদের হত্যা করেন। সোমরস তার অত্যন্ত প্রিয় পানীয়, তাই তিনি 'সোমপা' নামে পরিচিত। সোমরস পান করে তিনি উদ্দীপ্ত হন। আর্যঋষিরা হাজার মুখে হাজার ভাবে তার বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি নিত্য তরুণ, যজ্ঞে তাঁর অসীম আনন্দ, বাহুতে তাঁর বজ্রের মতো বল, মরুৎগণের

আসে তাঁর মধ্যেই অদ্যতা থাকার জন্য তিনি মরুৎসখা, যুদ্ধ প্রিয় আর্য জাতির কাছে তিনি জাতীয় দেবতা। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক উইন্টারনিৎস - এর মত প্রণিধানযোগ্য-

"Indra can be designated as the actual national God of the Vedic Indians." (HIL, VOL-1, P-71/72)